দৈনিক বাংলা 55

তারিখ ... 02 AUG 1995

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষামন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন

প্রশ্নব্যাংক ঃ ভাংচুরে উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার বলেছেন, এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংক চালু করার জন্য যারা ছাত্রদের উস্কানী দিয়ে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট এবং রাস্তায় ভাংচুর করাচ্ছেন সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তিনি মঙ্গলবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হকও বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত কয়েকদিন যাবত মাধ্যমিক স্তরের কিছু ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক অব্যাহত রাখার দাবীতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ কোন কোন যানবাহন চলাচলে বাধার সৃষ্টি এবং জাতীয় সম্পদ ভাংচুরের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে। তিনি বলেন, কিছু ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন ব্যাংকের বিরূপ প্রভাব অনুধাবন না করে তা অব্যাহত রাখার জন্য দীর্ঘ দু'বছর পর সম্পূর্ণ

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

প্রশ্নব্যাংক ভাংচুরে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনভিপ্রেত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করছে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে কিছু স্বার্থান্বেষী শিক্ষক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তি নিরীহ ও কোমলমতি শিক্ষার্থিগণকে অনভিপ্রেত প্রশ্ন ব্যাংক অব্যাহত রাখার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শনি তথা জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করতে উস্কানি দিচ্ছে।

তিনি বলেন, মাধ্যমিক স্তরের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বার্থে প্রশ্ন ব্যাংক চালু আদৌ অভিপ্রেত নয়। সরকার মনে করে এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংকের ওপর পরীক্ষার্থীদের অব্যাহত নির্ভরশীলতা, তাদের লেখাপড়ার গুণগত মান বিশেষ করে ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করবে।

তিনি বলেন, একদিকে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংকের কতিপয় প্রশ্ন মুখস্থ, অন্যদিকে রচনামূলক পরীক্ষায় পাস না করেই এসএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার ফলে সরকারের ১৯৯২ সালে চালুকৃত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তিনি বলেন; এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে না এবং তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা থেকে উক্ত প্রশ্ন ব্যাংকের পরিবর্তে কেবলমাত্র সিলেবাসের মধ্য থেকে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের প্রশ্ন প্রণয়ন এবং রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় আলাদা আলাদাভাবে পাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার দেশের শিক্ষক, অভিভাবক এবং সকল মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে আবেদন জানান, তাঁরা যেন তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা সুযোগের স্বার্থে প্রশ্ন ব্যাংক পরিহার করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনগণের অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বর্তমানে যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তাতে শিক্ষার মান বাড়বে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভাংচুর ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্টকারীদের প্রতি সরকার কোন সহানুভূতি প্রদর্শন করবে না।